দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগের ম্যাচে হারল মহমেডান। বেঙ্গালুরু এফসি ২-১ গোলে হারাল তাদের।

মাঠে - ময়দানে

ফের কোচিংয়ে ফিরছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। এবার তিনি টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কোচ হলেন।

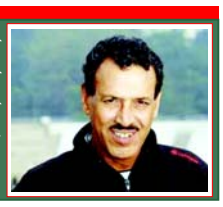

জয়ে ফেরার লড়াই ধোনির চেন্নাইয়ের শেষ ম্যাচের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় দিল্লি

পুণে, ২৯ এপ্রিল: এবারের আইপিএলে ৭টি ম্যাচের মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংস জয় পেয়েছে ৫টি তে আর হেরেছে ২টি তে। অন্যদিকে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস ৭টি ম্যাচের মধ্যে জয় পেয়েছে মাত্র ২টি তে আর হেরেছে ৫টি তে। তবে চেন্নাই যেখানে তাদের শেষ ম্যাচ হেরেছে সেখানে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস তাদের শেষ ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে একটু হলেও ছন্দে ফিরেছে। এই পরিস্থিতিতে চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে খেলতে নামছে দুই দল।

২বছর নির্বাসন কাটিয়ে আইপিএলের মঞ্চে ফিরেই পুরনো ছন্দে রয়েছে দু'বারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। তবে সেই ছন্দে একটু হলেও মরচে পড়েছে শেষ ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হারের পর। শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটসম্যানরা মোটামুটি ভাল ব্যাট করলেও বোলারদের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। ফলে দু'বল বাকি থাকতেই সহজ জয় পায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাই মুম্বই ম্যাচের হার ভুলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিরুদ্ধে ফের জয়ের সরণিতে ফেরাই লক্ষ্য চেন্নাই সুপার কিংসের। দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ের জন্য চেন্নাই দলের প্রধান ভরসা হতে চলেছেন আম্বাতি রায়ডু, সুরেশ রায়না, মহন্দ্রে সিং ধোনি, শেন ওয়াটসন, ডোয়েন ব্র্যাভো প্রমুখ। আর এদের নিয়েই ঘরের মাঠে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিরুদ্ধে জয়ই লক্ষ্য চেন্নাই সুপার কিংসের।

অন্যদিকে এবারের আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের পারফরম্যান্স যথেষ্ট হতাশাজনক। নতুন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে ৬টি ম্যাচের মধ্যে ৫টি তে হেরেছিল দিল্লি। আর দলের এই ব্যর্থতার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দলের নতুন অধিনায়ক এখন শ্রেয়াস আইয়ার। আর আইয়ার দিল্লির অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচেই দলকে সাফল্য এনে দেন। শুধু তাই নয়, নাইটদের বিরুদ্ধে ৪৪ বলে ৯৩ রানের অপরাজিত ইনিংসও খেলেন তিনি। তাই শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেও জয় তুলে নিতে চায় দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। কারণ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জয় পেলে নিজেদের আত্মবিশ্বাস আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারবে তারা। এখন দেখার, ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংস জয় পায় না কি অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস।

বোলারদের দাপটে জিতল হায়দরাবাদ

রাজস্থান, ২৯ এপ্রিল: ব্যর্থ হয়ে গেল অজিঙ্ক রাহানের অর্ধশতরান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৫৩ বলে ৬৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হলেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক। অন্যদিকে রাজস্থানকে ১১ রানে হারিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসকে সরিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করল সানরাইজার্স। রাজস্থানের ঘরের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। দলের শুরুটা ভাল হয়নি। ৬ রানে আউট হন শিখর ধাওয়ান। তবে ধাওয়ান আউট হবার পর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ও অ্যালেক্স হেলস। আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে অ্যালেক্স হেলস করেন ৩৯ বলে ৪৫ রান। ৪৩ বলে ৬৩ রান করেন অধিনায়ক উইলিয়ামসন। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল সাতটি বাউন্ডারি ও ২টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে।

এবারের আইপিএলে হায়দরাবাদের হয়ে প্রত্যেক ম্যাচেই সেরা পারফরম্যান্স করছেন উইলিয়ামসন। তবে এরা দুজনে আউট হতেই চাপে পড়ে যায় সানরাইজার্স। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর ফলে শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান সংগ্রহ করে তারা। মণীশ পান্ডে করেন ১৫ বলে ১৬ রান। ৭ বলে ১১ রানে অপরাজিত থাকেন ঋদ্ধিমান সাহা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট পাওয়ার পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও তিন উইকেট পেলেন জোফ্রে আর্চার। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ২৬ রানে ৩উইকেট পেলেন তিনি। এছাড়া কৃষ্ণাপ্পা গোথাম ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ২উইকেট পান। তবে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতা ঢেকে দিল বোলারদের দুরন্ত বোলিং। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ১১৮ রান করেও জয় পেয়েছিল হায়দরাবাদ। এরপর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১৩২ রান করেও ম্যাচ পকেটে পোরে সানরাইজার্স। সেই দুরন্ত ফর্মই তারা বজায় রাখল রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪০ রানে শেষ হয় রাজস্থানের ইনিংস। সঞ্জু স্যামসন করেন ৩০ বলে ৪০ রান। ৫৩ বলে ৬৫ রানে অপরাজিত থেকেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হলেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। হায়দরাবাদের সফল বোলার সিদ্ধার্থ কউল। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ২টি উইকেট পান তিনি। একটি করে উইকেট পান সন্দীপ শর্মা, বাসিল থাম্পি, রাশিদ খান ও ইউসুফ পাঠান। ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করার জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন কেন উইলিয়ামসন।

ফিকরুকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল মহমেডান

স্টাফ রিপোর্টার: ফিকরু তেফেরা। ইথিওপিয়ার স্ট্রাইকার। যিনি প্রথম আইএসএলেই অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতার হয়ে গোল করার পাশাপাশি তাঁর বিখ্যাত সামারসল্টের জন্য দর্শকদের হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন। তবে শৃঙ্খলাহীন জীবনযাত্রার জন্য সেমিফাইনাল ও ফাইনালে তাঁকে খেলাননি কোচ হাবাস। এরপর দ্বিতীয় আইএসএলে তিনি খেলেন চেন্নাইয়ান এফসির হয়ে। কিন্তু ১১টি ম্যাচ খেলে গোল করেন মাত্র ১টি।

এবার তিনি খেলছেন আইলিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে মহমেডানের হয়ে। তবে মহমেডানের জার্সি গায়ে তাঁর পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। অনুশীলনে তার একদমই মন নেই। যার রেশ পড়ছে ম্যাচেও। তাকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সই করানো হয়েছিল মহমেডানে। দলের হয়ে পাঁচ ম্যাচে একটিও গোল করতে পারেননি তিনি। আর ফিকরুর এই হতাশাজনক পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহমেডান কর্তারা। দলের সচিব কামারুদ্দিন বলেছেন, ' যে জন্য ফিকরুকে আনা হয়েছিল সেই গোলটাই সে করতে পারছে না। উল্টোপাল্টা কাজ করে বেড়াচ্ছে। মহমেডানে খেলার যোগ্যতাই নেই। ওকে আমরা আর রাখছি না তাকে শোকজ করা হয়েছে। উত্তর এলে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে তাকে আর দলে দরকার নেই।' দলের এক কর্তা বলেছেন, 'আমাদের আগের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ফিকরুর নামে রিপোর্ট দিয়েছেন। মাসে চার লাখ টাকা করে নিচ্ছে অথচ একটিও গোল নেই। চোটের ছলচাতুরি দেখিয়ে বারবার বসতে চাইছে। ওকে দলে রেখে আমাদের কি লাভ?' যার জন্য ফিকরুকে দলে আনা হয়েছিল তার থেকে সিকিভাগও পারফরম্যান্স পেয়ে দল উপকৃত হয়নি। বরঞ্চ দলের বর্তমান পরিস্থিতি একেবারে তলানিতে। দল প্রথম ডিভিশন আইলিগে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা ঘোর সন্দেহের। কিন্তু এই ফিকরুকেই অনেক আশা নিয়ে দলে ভিড়িয়েছিলেন মহমেডান কর্তারা। কিন্তু সে নিরাশই করল না, দলকে একদম খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিল।

দশজনের ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে জুভেন্তাসের নাটকীয় জয়

মিলান, ২৯ এপ্রিল: শেষদিকের দুই গোলে ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে নাটকীয় জয় পেয়েছে জুভেন্তাস। ম্যাচের ১৮ মিনিটে মারিও মান্দুকিচের পায়ে ট্যাকল করে লালকার্ড দেখেন ইন্টার মিলানের উরুগুয়ের মিডফিল্ডার মাতিয়াস ভেসিনো। শিরোপা দৌড়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাপোলির চেয়ে পিছিয়ে পড়ার ভয় ছিল জুভেন্তাসের। সান সিরো স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৮৯ মিনিটের হেডে দলকে জয়ের উল্লাসে মাতান আর্জেন্টাইন তারকা গঞ্জালো হিগুয়েন। এর মিনিট দু'য়েক আগে ইন্টার মিলানের স্ট্রিনিয়ারের আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে জুভেন্তাস।

ব্রাজিলিয়ান তারকা ডগলাসল কোস্তার ১৩মিনিটের গোলে প্রথমে লিড নেয় জুভেন্তাসই। বিরতির পর ম্যাচের ৫২ মিনিটে ইন্টারকে সমতায় ফেরান হিগুয়েনের সতীর্থ মাউরো ইকার্দি। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে জুভিদের ইতালিয়ান ডিফেন্ডার আন্দ্রে বারজাগলির আত্মঘাতী গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইন্টার মিলান। তবে শেষদিকের নাটকীয়তায় তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করেই মাঠ ছাড়ে ম্যাসিমিলিয়ানো আলেগ্রির শিষ্যরা।

৩৫ম্যাচে ৮৮পয়েন্ট সংগ্রহ করে শীর্ষে রয়েছে ছ'বারের সিরি আ চ্যাম্পিয়ন জুভেন্তাস। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৬৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পঞ্চম স্থানে ইন্টার মিলান। আর ৩৪ ম্যাচে ৮৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জুভেন্তাসের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নাপোলি।

মার্তা ব্রাজিলের সাড়া জাগানো মহিলা ফুটবলার

ব্রাজিল, ২৯ এপ্রিল: মেয়েদের ফুটবলের পেলে হিসেব স্বীকৃতি পাওয়া মার্তা মহিলা ফুটবলের ইতিহাসে এক সাড়া জাগানো নাম। স্বয়ং পেলেও তাঁর সঙ্গে এই তুলনা মেনে নেন নির্দ্বিধায়।তাঁর অসাধারণ পায়ের কাজে মুগ্ধ হয়েছেন তামাম ফুটবল বিশ্ব। সেকারণেই ২০০৬-১০ পর্যন্ত টানা পাঁচবার মেয়েদের ফুটবলে বর্ষসেরার পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতেই। মেয়েদের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটিও এখন তাঁর কব্জায়। নারী ফুটবল বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত ১৫টি গোল করে হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা।

শৈল্পিক ফুটবলের দেশ ব্রাজিল। সেই দেশে ফুটবল প্রতিভার কোনও অভাব নেই। তেমনি এক প্রতিভার নাম মার্তা।তাঁর জন্ম ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। পুরো নাম মার্তা ভিয়েরা দ্য সিলভা। তবে ফুটবল বিশ্বে মার্তা নামেই তাঁকে সবচেয়ে বেশি চেনে। বয়স তখন তাঁর সবে ১৪ পেরিয়েছে।আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মেয়ের মতোই কাটছিল তাঁর ছেলেবেলা। তবে ছোট থেকেই ফুটবল হয়ে উঠেছিল মেয়েটির ধ্যান-জ্ঞান এবং সবচেয়ে ভাল লাগার এক বিষয়। পাড়ার রাস্তায় প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে ফুটবলে তাঁর হাতেখড়ি। পাড়ার ছেলেরাও তাঁর দুর্দান্ত স্কিলে নাস্তানাবুদ হতো প্রতিনিয়ত। বল নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়া সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটিই আজকের মহিলা ফুটবল জগতে আলোড়ন ফেলা তারকা মার্তা।

ওই বয়সেই তাই কোচের নজরে পড়ে গেল মেয়েটি। ব্রাজিলের বিখ্যাত মহিলা ফুটবল কোচ হেলে না পাচেকোর নজরে পড়ে যান মার্তা। মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানে ফুটবলার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন মার্তা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ভাস্কো দা গামা মহিলা ক্লাবের সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য রিও ডি জেনেইরোর বিখ্যাত ক্লাব ভাস্কো দা গামায়। ফরোয়ার্ড হিসেবে মাঠে নেমে মার্তা গোল করেছেন অসংখ্য। ডি বক্সে প্রতিপক্ষের ত্রাসের অপর নাম যেন তিনি। তাঁকে বলা এই গ্রহের সবচেয়ে ট্যালেন্টেড আর পরিশ্রমী খেলোয়াড়। তাঁর অসাধারণ ড্রিবলিং ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। স্কিল দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে প্রতি পক্ষের জালে বল জড়াতে সিদ্ধহস্ত তিনি।

ভাস্কো দা গামার পর সান্তাক্রুজ, উমেয়া আইকে, লস অ্যাঞ্জেলেস সোল, স্যান্টোসের মতো দলের হয়েও ফুটবল ফেলেছেন মার্তা। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলেও পেয়েছেন সাফল্য। ২০০৪-০৮ সাল পর্যন্ত সুইডেনের উমেয়া আইকে দলের হয়ে ১০৩ ম্যাচে গোল করেছেন ২১০টি। সুইডিশ ঘরোয়া ফুটবলে উমেয়া আইকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন মার্তা। এই দলের হয়ে জিতেছেন উয়েফা কাপ। সুইডেনের এই ক্লাবটিতে খেলেছেন চার বছর। পরবর্তীতে খেলেছেন সুইডেনের আরেক ক্লাব রোজেনগার্দের হয়ে।

আমেরিকায় লস অ্যাঞ্জেলেস সোল দলের হয়ে পেশাদার ফুটবল লিগে খেলতে গিয়ে ২০০৯ সালে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন ব্রাজিলের এই দুরন্ত ফুটবলার। বর্তমানে মার্তা ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো প্রাইড দলের হয়ে ফুটবল খেলছেন। এই দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ১২ ম্যাচে ২০ গোল করেছেন। তাঁকে নিয়ে ২০০৫-এ 'মার্তা, পেলে' সকাজিন' নামে এক তথ্যচিত্র তৈরি করেছিল সুইডিশ টেলিভিশন।

মার্তা ক্লাব ফুটবলের মতোই জাতীয় দলের হয়েও ছিলেন সমান উজ্জ্বল। ২০০২ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ঘটে তাঁর। পাঁচ ফুট চারইঞ্চি উচ্চতার এই সুযোগসন্ধানী ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় দেশের হয়ে মেয়েদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল করেছেন ১০৫টি, পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও। ২০০৪ সালে ফিফা অনূর্ধ্ব বিশ মহিলা বিশ্বকাপে তিনি 'গোল্ডেন বল' পান।

২০০৭ এ ব্রাজিলের জাতীয় দলের হয়ে চিনে খেলেছেন প্রথম বিশ্বকাপ। সেইআসরে ৭ গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। শুধুতাই-ইনয়, মাঠে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যের জন্য সেরা খেলোয়াড়ের দু'টি পুরস্কার জিতে নেন মার্তা। ২০১১ সালের বিশ্বকাপে করেন ৪টি গোল এবং সতীর্থদের দুটি গোলের সুযোগ করে দেন২০০৪ এবং ২০০৮ সালে মার্তার পারফরম্যান্সের সুবাদেই অলিম্পিকে রৌপ্যপদক লাভ করে ব্রাজিল। প্যান আমেরিকান গেমসে দু'বার জিতেছেন সোনা। এই সময়েই ২০০৬-১০ সাল, টানা পাঁচ বছর ফিফার বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের সম্মান পেয়ে গেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কেমন ফুটবলার মার্তা।

ফুটবল দিয়েই দুনিয়া শাসন করেছেন মার্তা। ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে তুলনা করে তাকে বলা হয় 'স্কার্ট পরা পেলে'। পেলের মুখ থেকেও বেরিয়ে এসেছে প্রশংসা। ২০১০ সালের ১১ অক্টোবর ইউএন গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হিসেব ঘোষিত হয়েছিল মার্তার নাম। এত সাফল্য, এত সম্মান তবু প্রচার, গ্ল্যামার আর প্রাচুর্যে লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের চেয়ে মার্তারা যেন অনেকটাই পিছিয়ে।

খেলোয়াড়ি জীবনে মার্তার বেশ কিছু অপূর্ণতা রয়েই গেল। ফুটবলে এত সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার যে ফুটবলারের, অথচ ক্যারিয়ারে জাতীয় দলের হয়ে জিততে পারলেন না কিছুই। এজন্য অনেকেই তাকে মেসির সঙ্গে তুলনা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে বিভিন্ন দলের হয়ে যার অসাধারণ পারফরম্যান্স, সেই মার্তা জাতীয় দলের হয়ে এনে দিতে পারেনি কোনও শিরোপা। ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১৬ তিন অলিম্পিকে ব্রাজিলের হয়ে অংশগ্রহণ করলেও একবারও সোনা জয় করতে পারেননি। ২০০৪ সালে এথেন্স এবং ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে দেশের হয়ে জিতেছেন রুপো।

কিন্তু ২০১৬এ নিজের দেশে আয়োজিত অলিম্পিকে সবার আশা ছিল, সোনা উঠবে ব্রাজিল মহিলা দলের। ৩০ বছর বয়সী মার্তার জন্য এই অলিম্পিকেই শেষ সুযোগ বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত ছিল। সে গুড়ে বালি। ব্রাজিলের সেই স্বপ্ন হোঁচট খেল সেমিফাইনালে। টাইব্রেকারে সুইডেনের কাছে হেরে বিদায় নিল মার্তার দল। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে কানাডার সঙ্গে ২-১ গোলে হেরে যায় ব্রাজিল। ফলে ব্রোঞ্জও জিততে পারেনি তারা। কিন্তু গ্রুপ পর্বের ম্যাচে এই সুইডেনকেই ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্রাজিল। সেই ম্যাচে মার্তা একাই করেছিলেন দুই গোল। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো অলিম্পিক সোনার এত কাছে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন মার্তা ও তার দল।

এমনই হতাশার ছবি ফুটে উঠেছিল মহিলা বিশ্বকাপেও। ছেলেদের বিশ্বকাপে পাঁচবার বিশ্বকাপ ট্রফি জিতলেও ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হওয়া ফিফা প্রমীলা বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ব্রাজিল। মহিলা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সেরা ফলাফল রানার্সআপ। ফাইনালে ২০০৭ সালে এই মার্তার অসাধারণ নৈপুণ্যের পরেও ফাইনালে এসে জার্মানির কাছে হেরে যায় ব্রাজিল। রানার্সআপের ট্রফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের।

২০১১ সালে বেকেন বাওয়ারের দেশ জার্মানিতে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপে অংশ নিলেও সুবিধা করতে পারেনি ব্রাজিল। কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হেরে যায় তারা। ২০১৫ সালে কানাডায় আয়োজিত বিশ্বকাপে ব্রাজিল গ্রুপ পর্বের বেড়া টপকাতে ব্যর্থ হয়ে। ২০০৭ সালে মার্তার দুঃখের স্রোতে মিশেছিল কোপা আমেরিকা হতাশাও। ২০১৫ আর ২০১৬ সালেও তা-ই। ফুটবল বিশ্লেষকদের তাই অভিমত, মার্তা পেলে হতে পারলেন না, মেসি হয়েই থেকে গেলেন।

এখন তার বয়স ৩১ অতিক্রম করেছে। আরেকটি বিশ্বকাপ দোড়গোড়ায়। এটিই হতে পারে তার শেষ বিশ্বকাপ। লিওনেল মেসির মতো আরেকবার লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন কি না তা দেখার অপেক্ষায় ব্রাজিলের আপামর জনগণ এবং তার ফুটবল ভক্তরা। মার্তার দক্ষতা ও নৈপুণ্যের একঝলক দেখে নিন এই বিডিও থেকে।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা